খুবাইব ইবনে আদি (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

খুবাইব ইবনে আদি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইসলামের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম, যিনি ঈমানের দৃঢ়তা, আত্মত্যাগ এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি আনসারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং মদিনার বিখ্যাত আওস গোত্রের একজন সদস্য ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে দ্বীনের পথে উৎসর্গ করেছিলেন এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্যে থেকে তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করেন।

খুবাইব (রা.) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, যা ইসলামের প্রথম এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় ইসলামের শক্তি ও আত্মবিশ্বাসকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে। খুবাইব (রা.)-এর সাহস ও ঈমান এই যুদ্ধেই প্রথমবারের মতো প্রকাশ পায়। তিনি ছিলেন এমন একজন সাহাবী, যিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবনকেও তুচ্ছ মনে করতেন।

পরবর্তীকালে তাঁর জীবনের সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা ঘটে “রাজি” নামক অভিযানে। নবী করিম (সা.) কিছু সাহাবীকে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন গোত্রে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, কিছু প্রতারক গোত্র এই সাহাবীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তারা মুসলমানদের আক্রমণ করে এবং কয়েকজনকে শহীদ করে, আর কিছুজনকে বন্দী করে মক্কার কুরাইশদের কাছে বিক্রি করে দেয়। খুবাইব ইবনে আদি (রা.) ছিলেন তাদের মধ্যেই একজন, যিনি বন্দী হয়ে মক্কায় নিয়ে যাওয়া হয়।

মক্কার কুরাইশরা তাঁকে বন্দী করে রাখে এবং তাঁর ওপর কঠোর নির্যাতন চালায়। কারণ খুবাইব (রা.) বদর যুদ্ধে কুরাইশদের কিছু নেতাকে হত্যা করেছিলেন, তাই তারা তাঁর ওপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। কিন্তু এই কঠিন অবস্থাতেও খুবাইব (রা.)-এর ঈমান একটুও টলেনি। বরং তাঁর ধৈর্য, তাওয়াক্কুল এবং আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে।

তাঁকে যখন মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য হারাম শরীফের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তিনি তাদের কাছে দুই রাকাত নামাজ পড়ার অনুমতি চান। কুরাইশরা অনুমতি দিলে তিনি শান্তভাবে নামাজ আদায় করেন।

নামাজ শেষ করে তিনি বলেন, *“আমি যদি এটা ভেবে না নিতাম যে, তোমরা মনে করবে আমি মৃত্যুভয়ে নামাজ দীর্ঘ করছি, তাহলে আমি নামাজ আরও দীর্ঘ করতাম।”*

এই কথার মাধ্যমে তিনি বুঝিয়ে দেন যে, তাঁর ইবাদত আল্লাহর জন্য, ভয়ের কারণে নয়। এরপর যখন তাঁকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত করা হয়, তখন কুরাইশরা তাঁকে জিজ্ঞেস করে, *“তুমি কি চাও যে, তোমার পরিবর্তে মুহাম্মদ (সা.) এখানে থাকুক এবং তুমি মুক্তি পাও?”*

তখন খুবাইব (রা.) দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দেন, *“আমি কখনোই এটা চাই না যে, আমি আমার পরিবারে নিরাপদে থাকব আর আল্লাহর রাসূলের গায়ে একটি কাঁটাও বিঁধবে।”*

এই উত্তর তাঁর ভালোবাসা ও ঈমানের এমন এক উজ্জ্বল নিদর্শন, যা ইতিহাসে বিরল।

খুবাইব (রা.)-কে অত্যন্ত নির্মমভাবে শহীদ করা হয়। তিনি শহীদ হওয়ার পূর্বে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন যেন তাঁর সালাম রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে পৌঁছে যায়। ইসলামী বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ তা’আলা তাঁর সেই দোয়া কবুল করেন এবং নবী করিম (সা.) মদিনায় বসেই তাঁর সালামের জবাব দেন। এই ঘটনা তাঁর মর্যাদা ও আল্লাহর নিকট তাঁর অবস্থানের একটি বিশেষ প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

খুবাইব ইবনে আদি (রা.) ইসলামের ইতিহাসে প্রথম ব্যক্তি, যিনি প্রকাশ্যে শহীদ হওয়ার আগে দুই রাকাত নামাজ আদায়ের সুন্নাহ চালু করেন। পরবর্তীতে বহু সাহাবী ও মুসলিম এই সুন্নাহ অনুসরণ করেন। তাঁর এই আমল ইসলামী ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে গেছে।

তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের জন্য এক গভীর শিক্ষা। তিনি আমাদের শেখান, ঈমান শুধু মুখের কথা নয়, বরং তা এমন একটি শক্তি, যা মানুষের জীবনের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তেও তাকে অবিচল রাখে। তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা কতটা গভীর হতে পারে এবং একজন মুমিন কিভাবে নিজের জীবন দিয়েও সেই ভালোবাসার প্রমাণ দিতে পারে।

খুবাইব (রা.)-এর শাহাদাত ইসলামের ইতিহাসে এক অনন্য অধ্যায়। তাঁর আত্মত্যাগ, ধৈর্য এবং ঈমান মুসলিম উম্মাহকে আজও অনুপ্রাণিত করে। তাঁর জীবনের গল্প শুধু একটি ইতিহাস নয়, বরং এটি একটি জীবন্ত শিক্ষা—যেখানে আমরা দেখতে পাই সত্যের পথে অবিচল থাকার এক মহান দৃষ্টান্ত, যা কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের হৃদয়ে আলো জ্বালিয়ে রাখবে।